যুগান্তর

তারিখ 30 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ১৬

জবির ক্যান্টিনে মানসম্মত খাবার সংকট

হুমায়ুন কবির

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২৩ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য নেই মানসম্মত খাবারের ব্যবস্থা। ক্যান্টিনেও মানসম্মত খাবার পরিবেশন করা হয় না। অথচ খাবারের দাম নেয়া হচ্ছে অনেক বেশি। ক্যান্টিনের সকালের নাস্তায় পাওয়া যায় আধাসিদ্ধ পরাটা, ডাল বা ভাজি ও ছোট ছোট শিঙ্গারা। দুপুরের খাবার মানেই খিচুড়ি বা তেহারি। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, খিচুড়ি ও তেহারিতে বাজারের সবচেয়ে নিম্নমানের চাল ও ডাল ব্যবহার করা হয়। খিচুড়িতে সবজি প্রায় থাকে না, হলুদের পরিমাণ অত্যাধিক বেশি। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে সাদা ভাত ও তরকারির ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে এলেও কোনো লাভ হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টিতে মোট তিনটি ক্যান্টিন রয়েছে। অবকাশ ভবনে অবস্থিত ক্যান্টিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে এবং কলা অনুষদে অবস্থিত রেভেনাস প্লাস ক্যান্টিন (বেসরকারি) ও বিজনেস স্টাডিজ ভবনে শিক্ষক লাউঞ্জের সামনে অবস্থিত টিচার্স ক্যাফে (যা এখন বন্ধ)। সকালের নাস্তায় পরাটা, ডাল/ভাজি (কখনো থাকে কখনো থাকে না), ছোট ছোট সিঙ্গারা (ভেতরে সবজি কখনও কখনও পচা পাওয়া যায়), এর সঙ্গে পাতলা সস। এই হল জবি ক্যান্টিনের সকালের নাস্তা। খিচুড়ির দাম ৩০ টাকা, তেহারি ৪০ টাকা যা খুবই নিম্নমানের। এই জাতীয় বাইরের খাবারও একই দামে বিক্রি করা হয়। তাও দুপুরের আগেই শেষ হয়ে যায়।

ক্যান্টিনে শুধু খাবার মানের সমস্যা তা নয়, সমস্যা রয়েছে বসার জায়গারও। যখন শিক্ষার্থীরা এক সঙ্গে খাবার খেতে চান তখন জায়গা সংকট দেখা যায়। বিশেষ করে সকাল ৯টা এবং দুপুর ১২টায় খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের। ক্যান্টিনের টেবিল থাকলেও নেই পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা। দেখা গেছে, বসার চেয়ার থাকলেও বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা চেয়ার বাইরে নিয়ে ক্যান্টিনের সামনে আড্ডা দিয়ে থাকেন। এতে শিক্ষার্থীরা খাবার খেতে গেলে বসার সুযোগ মিলে না। ক্যান্টিনের পাশেই রয়েছে একটি পৌচাগার। যেটা দীর্ঘদিন ধরেই সংস্কার ও পরিষ্কার করা হয় না। ফলে সেখান থেকে বের হয় দুর্গন্ধ। যে দুর্গন্ধ ক্যান্টিনের ভেতর পর্যন্ত পৌছায়। এটাও ক্যান্টিন বিমুখতার অন্যতম কারণ। ক্যান্টিনের ম্যানেজার পারভেজের কাছ থেকে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন পরিচালনা করতে গেলে অনেক সময় ফাও দিতে হয়। কে বা কারা ফাও খায় সে বিষয়ে নিশ্চিত করে তিনি কিছু বলতে চাননি। তবে তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করি খাবার মানসম্মত রাখার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই বললেই চলে। অভিযোগ রয়েছে, ক্যান্টিনে কোনো ভর্তুকি দেয় না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। জানা যায়, ক্যান্টিনের ব্যবহার করা গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল ছাড়া আর কোনো ভর্তুকি বা সুবিধা দেয়া হয় না বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শিক্ষার্থীদের টাকায় চলে জবির ক্যান্টিন। উচ্চমূল্য দিয়ে মানসম্মত খাবার পান না শিক্ষার্থীরা। ক্যান্টিনের খাবারের দাম বেশি থাকায় অনেক শিক্ষার্থী বাইরের ফুটপাতের খাবার খেতে বাধ্য হচ্ছেন। ফুটপাতের খাবার খেয়ে পেটের পীড়ার সম্মুখীন হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। কয়েকজন শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ক্লাস বা পরীক্ষার জন্য সকাল ৮টার মধ্যে ক্যাম্পাসে আসতে হয়। যার কারণে সকাল ও দুপুরের খাবার ক্যাম্পাসে সারতে হয়। আর খাবার খেতে গেলে উচ্চ টাকায় নিম্নমানের খাবার খেতে হয়। ফলে অনেক সময় না খেয়েই ক্লাস করি। আমাদের যেন দেখার কেউ নেই। গলাকাটা দামে বিক্রি করা হচ্ছে জবির ক্যান্টিনের নিম্নমানের খাবার। এতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় শিক্ষার্থীদের। এ ব্যাপারে জবি ছাত্রকল্যাণ পরিচালক ও একাউন্টিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বলেন, ক্যান্টিনের খাবার মানসম্মত করার জন্য আমি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি। তবে ক্যান্টিন পরিচালককে চাপ দিলে কয়েকদিন ভালো রান্না করে পরে আবার খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শিক্ষার্থীরা। তবে এসব সমস্যা সমাধান অতিশিগগিরই হবে বলে জানান তিনি।